দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ১৭ ... ২০০২
পৃষ্ঠা ৮ ৭ কলাম ৬

চাকরি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা স্থগিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

রকীবুল হক রকীব ।। সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা স্থগিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কিছু নতুন নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। চাকরি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের পুরনো নীতিমালা আকস্মিক স্থগিত করায় শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংগঠনগুলো লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে অহিংস পন্থায় অবিলম্বে উক্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার ও পদোন্নতি প্রাপ্যদের পদোন্নতি প্রদানের দাবীতে সমাবেশ ও ভিসির কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে চাপ অব্যাহত রেখেছে। তবে এ ব্যাপারে যথাযথ আশ্বাস না পেলে দাবী আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্টরা ক্যাম্পাসে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে ক্যাম্পাস অচল করে দিতে পারে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

গত ২৭ আগস্ট ভিসি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৬৮তম সিন্ডিকেট বৈঠকে চাকরি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিমালা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমিতি এক জরুরী বৈঠকের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তা বাতিলের দাবী জানায়। একই দাবীতে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আহবায়ক প্রফেসর এম আলাউদ্দিন, জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদের সেক্রেটারি এ কে এম মতিনুর রহমান এবং গ্রীণ ফোরামের সেক্রেটারি ডঃ আহসান উল্লাহ ফায়সাল পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করেন। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতি কর্মবিরতি পালন করে পৃথক পৃথক সমাবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এসব কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ভিসি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান গত ২ সেপ্টেম্বর জরুরী ভিত্তিতে আন্দোলনরত কর্মচারীদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, সরকার তথা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রেরিত একটি চিঠির নির্দেশমত উক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে সরকারের এ নির্দেশ সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়নের পরই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান। ভিসির এ ব্যাখ্যার পরও বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা তাদের সিদ্ধান্ত মত দাবী আদায়ের জন্য গত মঙ্গলবার ভিসির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। শিক্ষক সমিতিসহ অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনও ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবীর কথা পুনর্ব্যক্ত করে। ফলে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তার প্রমোশন বন্ধ এমনকি প্রমোশন প্রাপ্তদের প্রমোশনও বাতিল হয়ে যাবে বলে শিক্ষকদের একটি সূত্রে জানা গেছে। ফলে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ন্যায় তাদেরকেও প্রমোশনের স্বপ্ন না দেখে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হবে- এ আশংকায় চরম হতাশা বিরাজ করছে। অপরদিকে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সেশন ফি সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন করে নতুন নীতিমালা প্রণয়নে ভিসির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সম্প্রতি ক্যাম্পাসে একটি বাম ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদ মিছিল করে। সরকার সমর্থিত ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করলেও অবিলম্বে তা বাতিলের দাবী জানিয়েছে। অন্যথায় তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে আভাস দিয়েছে। বেশকিছু দিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে নতুন ভিসির নমনীয় সম্পর্কের কারণে ক্যাম্পাস শান্ত থাকলেও সম্প্রতি ভিসির এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে বিজ্ঞ মহলের অভিমত। চাকরি সংক্রান্ত নীতিমালা স্থগিত, ছাত্রছাত্রীদের সেশন ফি সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা প্রণয়নসহ বেশকিছু সমালোচিত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বিএনপি ও জামাত সমর্থিত কয়েকজন শিক্ষক বলেন, চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক ভিসি মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিগত আওয়ামী সময়ে বঞ্চিত-অবহেলিত শিক্ষক-কর্মকর্তাদেরকেও কোন মূল্যায়ন করছেন না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সাথেও কোন আলোচনা করেন না। যে কারণে সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে সৃষ্ট ক্ষোভ সম্প্রতি প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে।